R.N N0. 2532/57 Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483-264271
M-9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে
বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ
জলের অপচয় রুখতে
বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-
অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৯ বর্ষ
২১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই আশ্বিন, ১৪১৯
৩ অকটোবর ২০১২
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

লোকসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেসের সে তুফান নেই-- তবু বেভরসা সিপিএম

নিজস্ব সংবাদদাতা : আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকী জঙ্গিপুর লোকসভা উপ নির্বাচনের। কংগ্রেস প্রার্থী প্রণব পুত্র অভিজিৎ মুখার্জীর আশা কি পূর্ণ হবে? যদিও প্রচারের দৌড়ে এখন পর্যন্ত তিনিই এগিয়ে। তবে পুরোনো সেনাপতিরা যে যার ব্যূহ সামাল দিতে নামলেও প্রণববাবুর আমলের সেই তাক লাগানো আঁধিঝড়ের কোন আভাস নেই। অভিজিতের সভায় তেমন লোক সমাবেশও হচ্ছে না। প্রণব মুখার্জীর ব্যাপারে জঙ্গিপুরের মানুষের যেমন মোহ ভেঙেছে, তেমনি একইভাবে নলহাটীর মানুষও অভিজিৎ-এর এই পদক্ষেপ মেনে নিতে পারেননি। সম্ভবতঃ বহু প্রত্যাশা দিয়ে সেখানে ভোটারদের সঙ্গে প্রতারণার করে একরকম পালিয়ে এসে জঙ্গিপুরে বাবার আসনে প্রার্থী হয়েছেন। খবর, কংগ্রেসের প্রায় বিধায়ক জঙ্গিপুরে সংখ্যালঘু প্রার্থী চেয়েছিলেন। ফলে তাঁরাও অনেকে হতাশ। তবে পরিস্থিতির তাগিদে তাঁরা করে চলেছেন অকাল বোধন। প্রণব মুখার্জীর এক রাশ প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ না নেয়ায় সুতীর অনেক গ্রামে কংগ্রেস প্রার্থীকে জুতো, বিভিন্ন অস্ত্র দেখিয়ে এলাকায় ঢুকতে বাধা দেয়া হয়। ভোট বয়কটের কথাও জানানো হয়। অধীর চৌধুরী বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী জনসভা করলেও জঙ্গিপুরে কংগ্রেসী যুব গোষ্ঠীর মধ্যে তেমন কোন সাড়া নেই। দেয়াল লিখনে হিসাব মতো টাকা বাদে তাদের হাতে নাকি এখনও কিছু পড়েনি বলে খবর। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, বর্তমান কংগেস সরকারের আমলে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং রান্নার গ্যাস, ডিজেল, রেল ভাড়া ইত্যাদিকে ইস্যু করে অনেক জায়গায় কংগ্রেস ভোট হারাবে বলে খবর। অন্যদিকে 'দেড় লক্ষ টাকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাবার অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে ছুটে এসেছি' বলে নির্বাচনী জনসভায় অভিজিৎ মুখার্জী বক্তব্য রাখছেন। বামফ্রন্ট আশা করছে নবগ্রাম, খড়গ্রাম, জঙ্গিপুরে তারা ভালো লীড দেবে। চিন্তা ছিল (শেষ পাতায়)

আরবানের সম্পাদকের কার্য্যকলাপে ক্ষুব্ধ অনেক গ্রাহক এখন অন্য ব্যাঙ্কে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর আরবান কো. অপ. ব্যাঙ্কের বর্তমান সম্পাদক শত্রুঘ্ন সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠছে গ্রাহকদের মুখ থেকে। তিনি নাকি ব্যাঙ্ক চলাকালীন নিয়মিত সেখানে হাজির থাকেন। কখনও ম্যানেজারের ঘরে কখনও কাউন্টারের মধ্যে কর্মীদের অসুবিধা করে। ব্যস্ত সময় গ্রাহকরা যখন লাইনে দাঁড়িয়ে সময় গোনেন, তখন কাউন্টারের ভেতরে নানা প্রসঙ্গ ধরে কর্কশ গলায় সম্পাদকের বক্তৃতা চলে। উঠে আসে পার্টি নেতাদের তার প্রতি অসহযোগিতার কথা, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে তার পরাজয়ে নেতাদের দ্বিচারিতার কথা, তাকে চেয়ারম্যান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে না করা, তার বর্তমান ওয়ার্ডে কোথায় কী কাজে অসুবিধা হচ্ছে তার বৃত্তান্ত। শত্রুঘ্ন কাউন্টারে মধ্যে বসেই কথা প্রসঙ্গে এমন অনেক শব্দ সাবলীলভাবে প্রয়োগ (শেষ পাতায়)

তিন বিডিওকে মাওবাদীদের হুমকি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী -১, সুতী-২ এবং সামসেরগঞ্জ ব্লকে গত পাঁচ বছরে তেমন কোন উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। সেখানকার মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চলাচলের রাস্তা সবকিছু থেকে পিছিয়ে। কেন এই বঞ্চনা? এক মাসের মধ্যে ওইসব এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ শুরু না হলে আপনারা চরম বিপদের মুখে পড়বেন। পুলিশ প্রশাসন কিছু করতে পারবে না। এই ধরনের চিঠির প্রতিলিপি ঐ তিন ব্লকের সভাপতিকে, মহকুমা শাসক, জেলাশাসক ও মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো হয়। (শেষ পাতায়)

দুর্গা পুজোতেও কি পুরসভা অন্ধকারে থাকবে?

নিজস্ব সংবাদদাতা : একশো বছরের ওপর ধুলিয়ান পুরসভায় এলাকার সব ওয়ার্ডে এখনও বিদ্যুৎ যায়নি। ঈদ বা দুর্গা পুজোর সময় মানুষের চলাচলের প্রয়োজনে অস্থায়ী আলোর ব্যবস্থা করে পৌর কর্তৃপক্ষ। গত বছর টাকা ডেকোরেটররা না পাওয়ায় ঈদ উৎসবে পৌর এলাকা অন্ধকারে ছিল। বকেয়া টাকা পরিশোধ না করলে দুর্গাপুজোতেও এলাকা অন্ধকারে থাকবে বলে (শেষ পাতায়)

ফ্লিমস্টার রাজ বব্বর ভোট প্রচারে জঙ্গিপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর লোকসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী অভিজিৎ মুখার্জীর ভোট প্রচারে আসছেন মুম্বাই-এর ফ্লিমস্টার রাজ বব্বর। ৫ অক্টোবর জঙ্গিপুর বড়বাগান মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি বক্তব্য রাখবেন বলে খবর।

বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত রোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোনঃ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই আশ্বিন বুধবার, ১৪১৯

এই বিপন্নতা এই অবক্ষয়

বছর বছর ঘটা করিয়া আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হইতেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হইতেছে কি ? শুধু মাত্র আনুষ্ঠানিকতা পালনই তাহার সার। পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের স্থান, মর্যাদা, নিরাপত্তা নিতান্তই গৌণ। তাহার প্রমাণ নিত্যই কোন না কোন স্থানে নারী নির্যাতন, নারী পাচার, নারী ধর্ষণ কিংবা শীলতাহানির ঘটনা সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠিয়া আসিতেছে। প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জে যাহা ঘটে তাহা অনেক সময় মিডিয়ার অগোচরে থাকিয়া যায়। নারী নির্যাতনের পিছনে আছে সামাজিক হীনমন্যতা-পণপ্রথার মত কলঙ্কিত ঘটনা। কন্যা সন্তানের ভ্রূণ হত্যাও সমাজ মানসিকতার জঘন্যতম অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। ভোগবাদের যুগে নারী আজ বিজ্ঞাপণের পণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া নারীদের উপর ইভ্-টিজিং নিত্যকার চলমান ঘটনা।

সম্প্রতি সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইলে চোখে পড়ে এই ধরনের ঘৃণ্য সংবাদ–ধর্ষণ আর ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি আর পাচার ইত্যাদি ইত্যাদি। পথে ঘাটে, বাসে, ট্রেনে, হাসপাতালে, বিদ্যালয়ে, থানায় নারীর নিরাপত্তা কোথায় বিপন্ন নয় ? শান্তি নিকেতনেও বসন্ত উৎসবের দিনে আবির মাখামাখি লইয়াও দুষ্কৃতীদের অসভ্য আচরণের অভিযোগ সংবাদপত্রের শিরোনামে। স্থানীয় থানার অন্তর্গত বাহাদিনগর গ্রামেও কয়েক বৎসর আগে ঘটিয়াছে এক জঘন্য ঘটনা। এক নাবালিকাকে তাহার প্রেমিক ও প্রেমিকের বন্ধু ধর্ষণ করে। পরে তাহাকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করে। ইহার পর মৃতদেহ মৃতার বাড়ীর উঠানের আম গাছে গলায় দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। এই রকম কত ঘটনা আখছার ঘটিতেছে এবং ঘটিয়া যাইতেছে তাহার খবর কে কতটুকু রাখে। যৌন বিকৃতির শিকার শুধু মহিলারা নহেন, অতি অল্প বয়স্কা নাবালিকারাও তাহাদের পাশবিক ধর্ষণে ধর্ষিতা। কথায় কথায় তো নেতাদের মুখে বাণী শোনা যায়– অন্য রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যে নারীরা অনেক নিরাপদ। সত্যি কি তাই ? যাহা ঘটিয়া যাইতেছে তাহা কি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ?

প্রশ্ন শুধু এখানেই শেষ নয় – বড় প্রশ্ন, বড় সমস্যা হইল ধর্ষিতাদের ভবিষ্যৎ, তাহাদের সামাজিক সমস্যা। যে মেয়েটি বিবাহের আগে দুষ্কৃতীদের লালসার শিকার হইয়া ধর্ষিতা হইল–তাহার ভবিষ্যৎ কি ? সমাজ কি তাহাকে ভালভাবেগ্রহণ করিবে ? কেননা আমাদের সমাজে ছেলেরা বিবাহ করিয়া থাকেন আর মেয়েদের অভিভাবকদেরকে তাহাদের কন্যার বিবাহ দিতে হয়। ধর্ষিতা কন্যার পিতা কি তাহাকে পাত্রস্থ করিতে পারিবেন ? এই উদ্বেগ কাহারো একার নয় - সমগ্র সমাজের, সমাজব্যবস্থার। দুষ্কৃতীরা নিরাপদ পক্ষান্তরে ; কারণ তাহারা কোন না কোন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় আশ্রিত। নারীবাদীরা যেখানে নারীবাদের জন্য বড় বড় কথার ফানুস ফুলাইয়া চলিয়াছেন তখন তাহার নেপথ্যে ঘটিয়া চলিয়াছে নারী নির্যাতনের লজ্জাকর ঘৃণ্য ঘটনা। এই বিপন্নতা রোধের কি কোন উপায় অনুসন্ধানে সমাজ অন্বিষ্ট হইতে পারে না ? এই সময় দর্পণে আপন আপন মুখোচ্ছবি দেখিলে হয় না ?

উলঙ্গ রাজাদের গণতন্ত্র চুলোয় যাক

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

ধরা পড়ে গেছে রাজা। তবু তার লজ্জা নাই। লক্ষ্য তার ক্ষমতা আঁকড়ে লুঠমার করা। কবেই খুলে গেছে কাপড়খানা। ল্যাংটো হয়েই রাজদরবারে বসেছে বিচার করতে "অসভ্যদের"। বড়রা সবাই চুপ - আর না হয় প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শুধু একটা অবোধ শিশু অট্টহাস্যে ফেটে পরে চিৎকার করছে "রাজা তোর কাপড় কোথা"?

আর যাই কোথা। ধর ব্যাটাকে। ও নিশ্চয় মাওবাদী না হয় প্রতিক্রিয়াশীল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ দেওয়ালের লিখন পড়ে সেই মতো ব্যবস্থা নিয়েছে। শাসকদল বিরোধী দল পালা করে রাজ্য পাট শাসন করছে। বাস্তিল দুর্গ হতে দেয়নি চিন, ইওরোপ, আমেরিকা, বৃটেন, জার্মাণরা। ক্ষমতায় অন্ধ মধ্য প্রাচ্যের কিছু দেশ যারা মনে করেছিল বন্দুক দিয়ে দাবিয়ে রাখবে জনজনার্দনের দাবী সনদ, তারা আজ মরছে, মারছে, পালাচ্ছে। খুন হচ্ছে। গৃহ যুদ্ধে দীর্ণ। বাংলাদেশও সে বিপ্লবের স্বাদ পেয়েছিল একদিন। পরিস্থিতি তৈরী করে দিয়েছিল বঙ্গবন্ধু মজিবুর রহমানকে। আজো কানে বাজে "আর যদি একটাও গুলি চলে .... তোমাদের উপর আমার আদেশ রইল যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়। বাংলাকে মুক্ত করো হানাদারদের রাজাকারদের হাত থেকে। জয় আমাদের হবেই। ইন্‌শ্‌আল্লা। জয় .... বাংলা।" আমাদের এপার বাংলায় রক্তে, ভরা পদ্মার জোয়ার খেলতো। হায়রে ভারতে কে ঐ বজ্র কণ্ঠে ডাক দেবে ? সুভাষ ঘরে ফেরে নাই। নজরুল কবেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। বিনয়-বাদল-দীনেশ-ভগৎ সিং-সুখবিন্দর-মাতঙ্গীনিদের বদলে রাজনীতির আঙ্গিনাকে কলুষিত করছে হাতকাটা দিলীপ, বুল্টন, বোঁচা পল্টু, আরাবুল, লক্ষণ শেঠরা আর টলিউড এর নায়ক-নায়িকারা। গণতন্ত্রের নামে রাজ কোষাগার, জনতার মুখের গ্রাস লুঠ হচ্ছে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিচ্ছে মানুষ। যত হতদরিদ্র আদিবাসী মাহাত, মার্ডি, সোরেনরা নাকি সবাই মাওবাদী ! শহরে বাজারে স্পষ্ট বক্তারাই রাষ্ট্রবিরোধী কুচক্রী। কখনো মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের ধমকে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এদের কেউ কেউ বাড়ি ফিরছেন। এ এক দমবন্ধ করা অন্ধকার দিন চলছে দশকের পর দশক। নকশালদের মুক্তির দশক ছিল সত্তরের দশক। আজ তা ইতিহাস। চল্লিশ বছর পার। আরো চেপে বসেছে শাসক শক্তি। চলছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। বেশির ভাগ কবি সাহিত্যিক ব্যস্ত রাষ্ট্র পুরস্কার নিতে অথবা যৌন উত্তেজক নভেল লিখতে। একটা ভারি মজার ব্যাপার। ফিল্ম ওয়ালারা চরম সেক্স জাগানো বই দেখাবে। সরকারের সেন্সার বোর্ড তা পাশ করে দেবে। ভদ্রবেশী সাহিত্যিক এমন পর্ণ্যোগ্রাফী নভেল লিখবে যা পড়া মাত্র অল্পবয়সীরা বেসামাল হবে। প্রতি পাড়ায় পর্যাপ্ত মদ, সেক্সী ছবি, হরমোনের নামে পাশবিকতা জাগানোর বড়ি এই সরকার, এই সমাজ সরবরাহ করে যাবে। পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে নারী স্বাধীনতার নামে ঐ সব অসভ্যতা ভ্রষ্টাচারীকে সমর্থন করে আর্টিকেল লিখে অনেকে করে খাচ্ছে আর ছেলেমেয়েরা বখে যাচ্ছে।

(চলবে)

চিঠিপত্র

। মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব।

বিজয় ঘোষাল কি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না প্রসঙ্গে ?

গত ২৬/৯/১২ আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত "বিজয় ঘোষাল কি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না" শিরোনামে আমার লিখিত চিঠির উত্তরে মাননীয় আশিস রায় "এই নিয়ে পত্র লেখকের এত উতরোল হওয়ার কারণ দেখিনা" লাইনটি এবং তাঁর ওই চিঠির শেষ লাইনটিতে "এই সব নথিপত্র উল্লিখিত তথ্যসবুদ আইনজীবি মুক্তা ঘোষাল আনীত যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করি"– কথাগুলো লেখার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণই খুঁজে পেলাম না। শুধু তাই নয় আমার প্রশ্নের উত্তরটাও আশিসবাবু বেমালুম এড়িয়েই গেছেন। প্রশ্ন ছিল "বিজয়বাবু কি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না ?" তাঁর প্রকাশিত "পুরনো সেই দিনের কথা"– শীর্ষক বইটির ৮৫ নং পৃষ্ঠাই তার জবাব দেবে।

আবার লিখছি এটাও কি ছাপাখানার ভূতের দৌরাত্ম্যে না ইচ্ছাকৃতভাবেই ? আর "এই নিয়ে পত্র লেখকের এত উতরোল হওয়ার কারণ একটাই যে ঐ বইটাতে তাঁকে শুধু 'কংগ্রেস নেতা' বললে ও তৎকালীন কংগ্রেসীদের 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। এটা সত্যের চরম অপলাপ নয় কি ? তাছাড়া উতরোল হবার আরো যুক্তি গ্রাহ্য কারণ হলো তিনি আমার স্বর্গতঃ পিতামহ !

মাননীয় লেখকের চিঠিতে ঐ কথাগুলো তাঁর শিষ্টাচারের অভাব আমাকে দারুণভাবে ব্যথিত করেছে। যেহেতু তিনি একদিন আমারও অধ্যাপক ছিলেন। 'ভুল' বা 'ত্রুটি' কে স্বীকার করার মত পবিত্র মানসিকতা তাঁর আছে জেনেই ঐ পত্রের অবতারণা। তাঁকে ছোট করার মানসিকতা নিয়ে নয়। চিঠির উত্তরে আশিসবাবু অযথা যে আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন সেটা আমার কাছে আশাতীত ছিল।

মুক্তা ঘোষাল, রঘুনাথগঞ্জ

৯-জঙ্গীপুর লোকসভা কেন্দ্রে

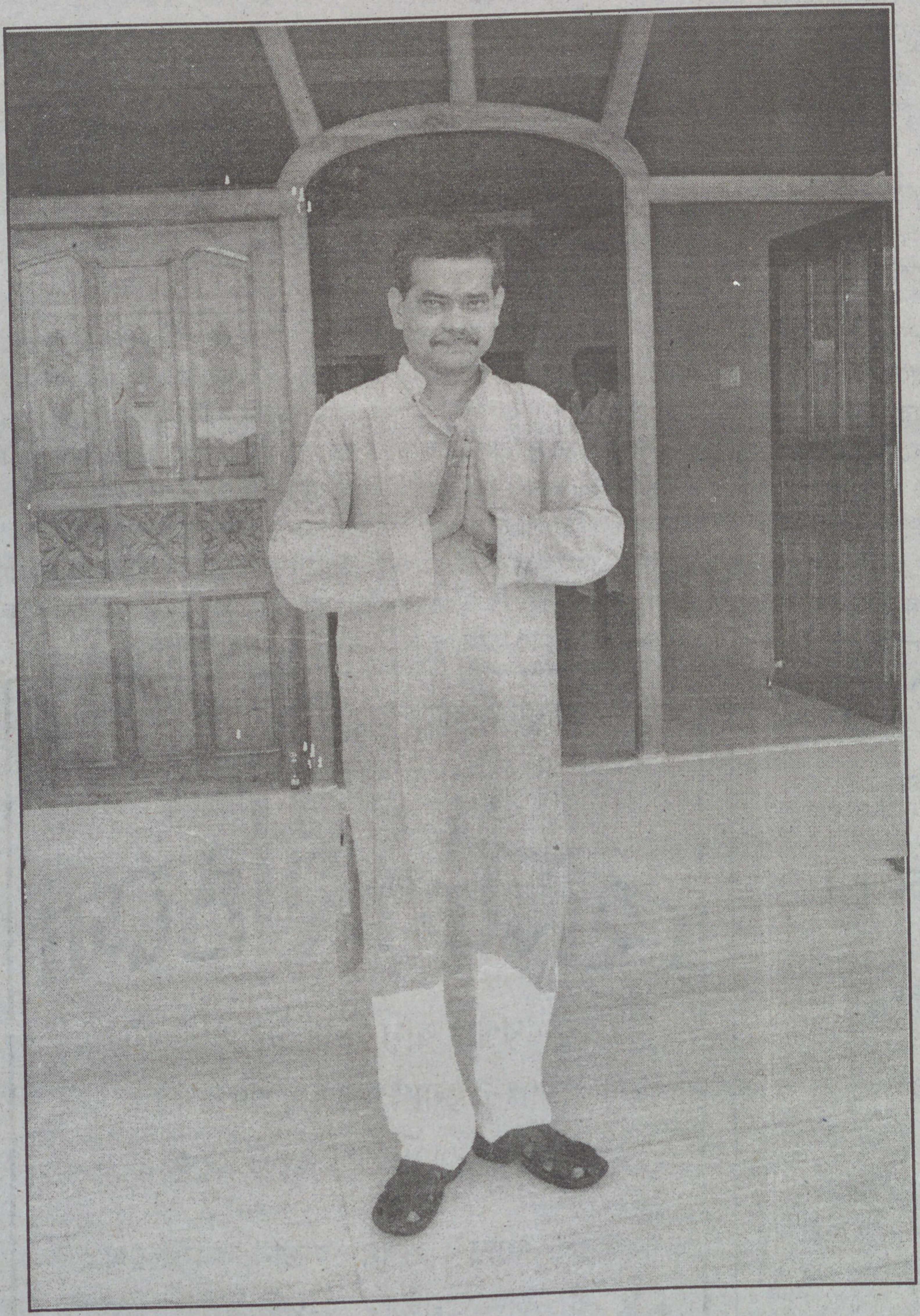

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আমি জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হয়েছি। আমাকে আপনারা আর্শীবাদ ও দোয়া জানিয়ে সমর্থন করুন।

আগামী ১০ই অক্টোবর ২০১২ তারিখে ভোট যন্ত্রের ১নং স্থানে হাত চিহ্নে ভোট দিয়ে আমাকে জয়যুক্ত করুন।

অভিজিত মুখার্জী

মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক প্রচারিত

উপনির্বাচনে কংগ্রেসের

........................১ম পাতার পর)

বিজেপি প্রার্থীর ওজন নিয়ে। এখন চিন্তা সকলেরই কেটেছে। আহিরনের আলিগড় পর্ব নিয়ে বিজেপির যে ইমেজ তৈরী হয়েছিল আজ তার কোন ভার নেই। পুলিশ থেকে বাঁচতে বেশীরভাগ নেতা এখন স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিয়েছেন। এই অবস্থায় বিজেপি প্রার্থীর জামানত টিকলে হয়। ওয়েলফেয়ার পার্টি অব ইন্ডিয়ার প্রার্থী ডঃ রইসুদ্দিনের পরিস্থিতিও ভালো না। বামফ্রন্টের প্রার্থী সংখ্যালঘু হওয়ায় সম্ভবতঃ মুসলিম ভোটের একটা ভালো অংশ মোজাফফর পাবেন। সদ্য কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা মুক্তি ধরও অভিজিৎ-এর হয়ে প্রচারে নেমেছেন বলে খবর। প্রণববাবুর ধার-ভার ও টাকা এবং অধীর চৌধুরীর ক্যারিসমা অভিজিৎ-এর মুখে শেষ হাসি ফোটাতে পারবে কিনা তার জন্য আরো কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতেই হবে।

আরবান

........................১ম পাতার পর)

করেন যা সম্বরণের পরিবেশ তার শৈশবে আসেনি। বর্তমানের প্রাচুর্য, পুত্রদ্বয়ের ডাক্তারির গল্প, এই ধরনের অনেক কিছুই শুনতে বাধ্য হতে হয় আরবানের কর্মীদের ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও। সম্পাদকের বিরুদ্ধে গ্রাহকদের বিশেষ অভিযোগ, কত টাকা কে জমা রাখছেন, কার পাশ বুকে কত টাকা মজুত আছে সেসব দেখার প্রবণতা নাকি সম্পাদকের প্রবল। অনেক গ্রাহক মোটা টাকা জমা দিতে এসে কাউন্টারে শত্রুঘ্নকে বসে থাকতে দেখে টাকা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেছেন। এই ধরনের ঘটনা ব্যাঙ্কে হামেশাই ঘটছে। যার প্রভাবে অনেক বড় গ্রাহক আরবানের সঙ্গে লেনদেন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। জনৈক ব্যবসায়ীর ক্ষোভ, ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে আমার কত টাকা আছে সেসব দেখার এক্তিয়ার কি সম্পাদকের আছে? কোন গোপনীয়তা না থাকার জন্যই সরে এলাম। অন্যদিকে টিনি সেভিংস এজেন্টদের প্রতি সম্পাদকের দুর্ব্যবহার চলছেই। গত পুর নির্বাচনে জনৈক এজেন্ট সেখ নিজামুদ্দিন সিপিএম থেকে সরে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হওয়ায় তাকে ব্যাঙ্কের মধ্যে ভিড় ঠেলা গ্রাহকদের সামনে শত্রুঘ্ন সরকার চরম অপমান করেন। জোরপূর্বক ব্যাঙ্ক থেকে বারও করে দেন। এই ঘটনা অন্য এজেন্টদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া আনে। যার ফলে বহু এজেন্ট আরবান ত্যাগ করেন। ৩৩জন এজেন্টের মধ্যে আজ ১৭/১৮তে ঠেকলেও বর্তমানে কাজ করছেন ৪/৫ জন বলে খবর।

তিন বিডিওকে

........................১ম পাতার পর)

চিঠির নীচে উল্লেখ আছে টি.এন.ঠাকুর, ইস্টার্ন কমান্ডেন্ট, সিপিআইএমএল(মাওবাদী)। চিঠি পেয়ে ব্লক আধিকারিকদের কপালে উদ্বেগের ভাঁজ পড়া স্বাভাবিক। রাজ্য গোয়েন্দা দফতর ও জেলা পুলিশ প্রশাসন পৃথকভাবে তদন্ত শুরু করেছে বলে খবর।

দুর্গা পুজোতেও

........................১ম পাতার পর)

জানালেন জনৈক ডেকোরেটর। তার অভিযোগ, বোর্ড অব কাউন্সিলারের লিখিত অর্ডার মত আমরা কাজ করি। কিন্তু টাকা চাইতে গেলে অনেক কাউন্সিলার কমিশন চায়। তারপরেও টাকা পেতে বছর গড়িয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে পুরপিতাকে প্রশ্ন করলে তিনি ঘটনাটা এড়িয়ে যান।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

ঈদ, মহাপূজা ও দীপাবলীর

।। বিশেষ উপহার ।।

- MIS (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯.৫% (৬ বছর)
- সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ১০.০০
  এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০.২৫%
- ৮ বছর ৬ মাসে টাকা ডবল হচ্ছে
- NSC,KVP,LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ
- গিফ্‌ট চেক (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
- অল্প সুদে (মাত্র ১০% - ১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরী স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরীজীবীরা তো বটেই - অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
- অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৩ % মধ্যে।
- ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফটের সুবিধা।
- ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।

এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

ফোন নং ২৬৬৫৬০

শত্রুঘ্ন সরকার
সম্পাদক

সোমনাথ সিংহ
সভাপতি

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

আমিন **তরুন সরকার**

Govt. of India, E.S.A, Regd. No. 159

সকল প্রকার ভূমি জরিপ এবং সাইড প্ল্যান কাজের জন্য আসুন।

ফোনে যোগাযোগ করুন - 9775439922

গ্রাম-ওসমানপুর (শিবতলা), জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা

প্রসিদ্ধ মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা, ব্যাগ ও রেন কোট এখন কোলকাতার দামে এখানেও পাবেন।

পরিবেশক : চন্দ্রস্ সিন্ডিকেট

রঘুনাথগঞ্জ পন্ডিত প্রেসের মোড়

জঙ্গীপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।